Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 203-222
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)–প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার*

সারাংশ *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভৌত ও অভৌত অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পিপিপি'র উদ্যোগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব বহন করছে। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (পিপিপি) এর মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশই ভৌত অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত উন্নয়নে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সাল থেকে নীতিগতভাবে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guide lines (PSIG) জারি করে পিপিপি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে। এর জন্য সরকার ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হলে সুফল পাওয়া যাবে।*

১. ভূমিকা

উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (পিপিপি) চুক্তি একটি পুরনো বিষয়। স্বাধীনতার পূর্বে প্রকল্প বাস্তবায়নে এমন অংশিদারিত্ব ছিল। অধুনা ইহার ধারণাগত চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়েছে, এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হওয়ায় পিপিপি সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে পিপিপি ধারণা গ্রহণ করে সবদেশই উন্নয়নে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব এ অঞ্চলে পিপিপি'র অধীনে অনেকগুলো শিল্প হয়েছে। শিল্পসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাল করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে পিপিপি'র কার্যক্রম দু-চারটি সুনির্দিষ্ট খাত ছাড়া খুব একটা দেখা যায় না। দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (public private partnership -PPP) বলা হয়। এরূপ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশায়নে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগি কৌশল ও

* ফেকাল্টিজ অব সিএসই, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বিইএ।

প্রক্রিয়া। এরূপ অংশিদারিত্ব কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হয়ে আসছে। অধুনা খুব বেশি করে পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এগিয়ে চলছে। Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC) এর নির্বাহী পরিচালক এবং সিইও জনাব নজরুল ইসলাম পিপিপিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, "longterm partnership between the public and private sector through a contruct of license for providing infrastructure services" যেমন– power supply, toll roads, container terminals etc.

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষত ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অধুনা বাংলাদেশ সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে যেমন মাস-ট্রানজিট, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, সিভিল এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, নদী বন্দর, স্থল বন্দর, রেলওয়ে, সেতু তৈরীকরণ, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি খাতে বেসরকারি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার প্রয়াসে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি খাতের সনাতন আন্তঃসম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পিপিপি'র প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোট কথা হচ্ছে পিপিপি একরকম অংশিদারিত্ব ব্যবসা। বিনিয়োগকারীরা সরকার থেকে চুক্তি করে মেয়াদিভিত্তিক কাজ নিবে, কাজ সম্পন্ন করবে, দেশের মানুষকে সেবা দিবে, প্রাপ্ত আয় থেকে চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্যাংশ নেবে। পিপিপি'র অধীনে বাংলাদেশে কি কি কাজ হচ্ছে এবং সেসবের বাস্তবায়নের গতি ও উন্নয়ন ধারার বিভিন্ন দিক এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে–

১. যৌথ অর্থায়নে উন্নয়নের গতিপথকে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিক সুদৃঢ়করণ ও বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা।
২. অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থ ও কর্মের চাহিদা ও যোগানের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা।
৩. সনাতনী উন্নয়ন খাত থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক প্রযুক্তিগত দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণ।
৪. জনসেবাকে অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তোলা।
৫. টেকসই বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সবাইকে উৎসাহিতকরণ এবং সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।
৬. ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগ মজবুতকরণ এবং বিনিয়োগে নিশ্চয়তা সৃষ্টি।
৭. রাষ্ট্রীয় অতি জরুরি খাতসমূহ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন দ্বারা রাজনীতি অর্থনীতি স্থিতিশীলতা আসবে এবং জনগণ সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা পাবে।

৮. বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীতকরণের লক্ষে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং সড়ক যোগাযোগ খাতে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামোগত বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৯. পিপিপি কার্যক্রম গ্রহণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১০. দেশের উন্নয়নে দিনবদলের চাহিদার কথা অনুধাবন করে বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি ও সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৩. অবকাঠামো এবং অ-অবকাঠামো রূপরেখা

সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে যেমন– মাস ট্রানজিট, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, সিভিল এভিয়েশন, সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর, স্থল বন্দর, রেলওয়ে, টেলিযোগাযোগ, রাস্তাঘাট, এক্সপ্রেস হাইওয়ে, সেতু তৈরিকরণ, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি নির্মাণে একসময় একচ্ছত্র আধিপত্য সংরক্ষণ করলেও এখন দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রয়াসে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করছে। অন্যদিকে অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে (প্রতিযোগিতামূলক) বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশাধিকার অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ, সাধারণভাবে, সরকার একদিকে নিজের ইচ্ছেমত অবকাঠামোগত অথবা অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে (যেমন- সিমেন্ট কারখানা কিংবা স্টিল উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি) বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফা প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে বেসরকারি সেক্টর শুধু অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফার সংস্থান করার জন্য উন্মুক্ত থাকে। তবে, যেহেতু অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ সরকারের নিরঙ্কুস অধিকারের অধীন, সেহেতু, বেসরকারি অংশীদারিত্বের পরিমিত অবস্থান এবং কার্যপরিধির সীমাবদ্ধতা নিরূপণ একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার দাবী রাখে। উপরন্তু, কার্য্যকারণের প্রকৃতির প্রেক্ষিতে বলা যায় সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা তৎপর থাকা; আর সে কারণে প্রায়শই অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন সরকারের উদ্দেশ্য নয় বরং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণ সাধনই লক্ষ্য। অন্যদিকে বেসরকারি বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন। আর সে কারণে এসব বড় বড় অবকাঠামোগত বিনিয়োগে দুই পক্ষেরই ব্যবসায়িক প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় আনা একান্ত আবশ্যক বিষয় হয়ে পড়ে।

৪. পিপিপি অংশীদারিত্ব চুক্তির প্রকারভেদ

ব্যবসায় ও বিনিয়োগের প্রকৃতি এবং সরকার তথা জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার নিরিখে সরকারি খাত এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে চুক্তির প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উল্লেখযোগ্য চুক্তির প্রকৃতিগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. সেবামূলক চুক্তি (service contract),
২. ব্যবস্থাপনা চুক্তি (management contract),
৩. ইজারা চুক্তি (lease agreement),

৪. বিশেষ সুবিধা বা অধিকার চুক্তি (concession agreement) ইত্যাদি।
বিশেষ সুবিধা বা অধিকার চুক্তির মধ্যে অনেকগুলো প্রকারভেদ রয়েছে : Build-Operate-Own-Transfer (BOOT), Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Operate (BOO), Build and Transfer (BT), Build-Transfer-Operate (BTO), Rehabilitate, Rehabilitate-Operate-Maintain (ROM) এবং Supply-Operate-Transfer (SOT) ইত্যাদি।

৫. যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি (joint venture agreement) এবং

৬. মূলধনায়িত চুক্তি (capitalization) ইত্যাদি। পিপিপি'র প্রকল্পসমূহ দেশে অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপযোগীতা বিবেচনা সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়।

৫. অবকাঠামো খাতে সরকারি-বেসরকারি (পিপিপি) প্রকল্প প্রণয়ন ও কার্য সম্পাদন

অবকাঠামোগত যে কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন দুই ভাবে হতে পারে–সরকারি অর্থায়নে সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প (public infrastructure project) অথবা বেসরকারি অর্থায়নে বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প (private infrastructure project)। সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়ন, মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত সরকার নিজেই নিয়ে থাকে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এত বড় অংকের অর্থায়ন ক্লেশ সাপেক্ষ; আর তাই, এই সব প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বানিজ্যিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা হতে ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে, এইসব অর্থায়ন মাঝে মাঝে কিছু কঠিন শর্তের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন এমন একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হতে পারে যে, মূলধনী যন্ত্রপাতি যা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে তা ঋণ প্রদানকারী দেশ থেকে ক্রয় করতে হবে। এইসব শর্তের কারণে বিনিয়োগ-নমনীয়তা কমে যায় এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসব ঋণের জামানত সরকারকে নিজে নিতে হয় বিধায় জনগণের উপর বিশাল অংকের ঋণ পরিশোধের দায় বর্তে যায়। যেহেতু সরকার নিজে প্রকল্পের মালিকানা গ্রহণ করে, সেহেতু একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রনালয়ের অধীন নির্বাহী সংস্থা (যা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত) প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক এবং বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেকটি অবকাঠামোগত প্রকল্পকে নিচে উল্লেখিত দুইটি ধাপে ভাগ করা যায়–

১. **প্রকল্প উন্নয়ন স্তর :** এ স্তরের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ধারণার প্রবর্তন, সম্ভাব্যতা যাচাই, সরকারি এবং দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়ন এবং প্রকল্প নির্মাণ ইত্যাদি।

২. **প্রকল্প বাস্তবায়ন স্তর :** এ স্তরের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যয় নির্বাহ, প্রকল্প আয় সংগ্রহ ও বণ্টন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

(ক) সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এতে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বেসরকারি প্রকল্প হতে অনেক কম থাকে। অর্থাৎ চুক্তির আধিক্য এখানে অনুপস্থিত। চুক্তি হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর বাধ্যবাধকতার পরিধি নিরূপন ও কার্যাবলি সম্পাদনের একটি দলিল। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে অনেক দেশেই সরকারের নির্বাহী সংস্থাগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন স্তরে ভাল কাজ করতে পারে না। এতে প্রকল্পের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং আয় হ্রাসের কারণে প্রকল্পের

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ২০৭

উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। মোদ্দা কথা, অপ্রতুল আয়, অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ এবং সম্পদের সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এ অবস্থা হরহামেশাই সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু যেদিকে লক্ষ্য করা হয় না তা হলো প্রকল্প উন্নয়ন স্তরে পৃষ্ঠপোষক এবং বাস্তবায়নকারী হিসেবে যে দায়িত্ব ছিল তা যথাযথ ও সমন্বিত কার্যাবলীর মাধ্যমে সম্পাদন করার অক্ষমতা। তাছাড়া সরকারি প্রকল্পসমূহের কাজ রাজনৈতিক সরকারের দলীয় কর্মী বা কর্মী বাহিনীদের ঠিকাধারীর মাধ্যমে দেয়া হয়। এর ভিতরে থাকে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি। যার কারণে সময়মত ও গুণগত মানে কাজ সম্পন্ন হয় না। রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের সাংবিধানিক ও আইনত সুবিধা দেয়ার পরিবর্তে ভোগান্তি বাড়ে। সরকারি প্রকল্পে যেসব কারণে প্রকল্প উন্নয়ন স্তরের কাজগুলো করতে সক্ষম হয় না তা হলো–

১. রাজনৈতিক সরকারের দলীয় লোকদের দিয়ে কাজ করানোর ফলে ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অনভিজ্ঞতা,
২. রাজনৈতিক ব্যক্তির স্বার্থ অগ্রাধিকারে অনুপযোগী প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া,
৩. প্রকল্প উন্নয়নে কাজের অনভিজ্ঞতা,
৪. প্রকল্প থেকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব,
৫. প্রকল্প কর্মকর্তার পরিবর্তন,
৬. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও কাজের স্বার্থের জলাঞ্জলী দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন,
৭. সময় ও অসময়ে দাতাগোষ্ঠীর অযাচিত প্রভাব,
৮. মন্থর গতির পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া,
৯. প্রকল্প উন্নয়নে নির্বাহী সংস্থার অভ্যন্তরীণ দক্ষতার অভাব এবং কমিশন প্রাপ্তিতে নিরব মনোযোগ নিবেশ ইত্যাদি।

এসব কারণে সরকারি প্রকল্প উন্নয়ন স্তরে দুই দিক থেকে এর ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষনীয় **:** ১. অতিরিক্ত সময় ক্ষেপন এবং ২. ব্যয় বৃদ্ধি। অন্যদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়ন স্তরে উপরের এই দুইটির উপস্থিতি থাকার কারণে প্রকল্প পরিচালন হয় লোকসানের মধ্য দিয়ে।

(খ) বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প একদিক থেকে সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হতে বিভিন্ন কারণে এক ধাপ এগিয়ে থাকে। যেহেতু বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্পে বেসরকারি খাত হতে বিনিয়োগ আসে, সেহেতু বিনিয়োগকারী কর্তৃক ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মুনাফা, নগদ প্রবাহ, প্রকল্পের ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিতভাবে অবগত করতে হয়। এতে বিনিয়োগকারীর মধ্যেও এক ধরনের দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও শুধুমাত্র লাভজনক খাতগুলোতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী থাকে এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় নিরীক্ষাও সম্পাদন করে। অর্থাৎ পিপিপির ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সময়পযোগী সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের সম্ভাব্যতা সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প থেকে বেশি থাকে।

৬. অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন এবং পিপিপি

অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রচুর মূলধন যোগানের প্রয়োজন হয় এবং অর্থায়নের দাবী রাখে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো প্রকল্পসমূহে এই ব্যাপক পরিমাণ অর্থ

সরবরাহ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কারিগরি সম্পদের বণ্টনে সরকার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হচ্ছে, এই খাতে ব্যাপক পরিমাণে অর্থায়নের ঘাটতি এবং অগ্রগতির মন্থর গতি। এমতাবস্থায় দেশি-বিদেশি পিপিপিকে এই ঘাটতি পূরণ করে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সেতু বন্ধন স্থাপনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল। ১৯৯০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় ২২৪টি প্রকল্পে মাত্র ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেসরকারি খাত হতে আসে। এ ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ যথাক্রমে ৭৬%, ১৬% এবং ৪% বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং টেলি-যোগাযোগ খাতে। বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ খাতে মোট বিনিয়োগের প্রয়োজন প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের সরকারের পক্ষে একা এই বিপুল পরিমাণের অর্থ সরবরাহ করা দুরূহ ব্যাপার। বেসরকারি খাত হতে পিপিপি-এর মাধ্যমে এ জন্য ৫০%–৬০% অর্থাৎ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ আশা করা হচ্ছে।

৭. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পিপিপি'র অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যোগ্যখাতসমূহ (EligiblePriority Sectors Under PPP)

১. টেলিকমিউনিকেশন খাত (telecommunication)
২. বিদ্যুৎ (power) উৎপাদন ও বিতরণ (power production and distribution)
৩. বন্দর উন্নয়ন (port development)
৪. মহাসড়ক, হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে (highways and express ways) যেমন, মাস-ট্রানজিট (mass transit), ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমান বন্দর, এভিয়েশন, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে খাত (Railways sector) ইত্যাদি।
৫. কয়লা, তেল ও গ্যাস সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সুষ্ঠু সেবা প্রদান, (development of coal, oil and gas protection management and offering smooth services)
৬. বিমান বন্দর, বন্দর, স্থল বন্দর, সমুদ্র বন্দর ইত্যাদি (airports, terminals, sea port)
৭. পর্যটন উন্নয়ন (tourism development)
৮. পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও পয়ঃ প্রণালী (water supply, sewerage and drainage)
৯. শিল্পায়ন এবং পার্ক জোন, শহর ও আবাসন উন্নয়ন (industrial estates and parks, city and housing development)
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (land reclamation)
১১. খাল, নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ বিবিধ (dredging etc)
১২. সেবা খাত, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষার অবকাঠামো সুবিধাদি বিবিধ (services sectors e. g. health and educational facilities)
১৩. পরিবেশ উন্নয়ন (environmental development)
১৪. শিল্প বর্জ্য এবং শক্ত আবর্জনা ব্যবস্থাপনা (industrial and solid waste management)

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ২০৯

১৫. রাজধানী শহর-নগর, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও গ্রামীণ অবকাঠামো এবং একই প্রকৃতির অবকাঠামোগত প্রকল্প স্থাপন ও উন্নয়ন (capital city, city corporation, municipal and rural infrastructure and any other infrastructure project of similar nature)

১৬. ট্রাফিক ব্যবস্থা, পরিবহন ও যোগাযোগ এদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও পিপিপি'র অধীনে নিয়ে আসা যায়।

৮. পিপিপি-এর সুবিধা এবং অসুবিধা

বর্তমান সময়ে বিশ্বে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পিপিপি'র উপর নির্ভরতা পরিমাণগতভাবে বেড়েছে। এর জন্য পিপিপি'র অসুবিধাগুলোর বিপত্তির চেয়ে এ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলোর ব্যাপকতাই প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। লেনদেনের উচ্চ ব্যয়, বিনিয়োগকারীদের জন্য নমনীয়তার অভাব এবং সম্পদ সংগ্রহে দীর্ঘ ক্রয়কালীন সময় প্রাথমিক প্রকল্পগুলোর জন্য প্রায়শই অসুবিধার সৃষ্টি করে। এছাড়া সরকারি খাতে বিনিয়োগের অদক্ষতা প্রকল্প অর্জন ও বাস্তবায়নে বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে, পিপিপি, প্রকল্পে নিয়োজিত সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে ব্যয় সমন্বয়করণ, অর্থের সময়মূল্যের প্রাধান্য, ঝুঁকি হস্তান্তর এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক খাতে লেনদেনের প্রবাহ বাড়িয়ে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে থাকে।

(ক) সুবিধা (Advantages)

১. সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে ব্যয় যোগ্যতা সমন্বয়করণ (Ability to spread cost over lifetime of asset)

২. সময় ও ব্যয়ের উপর পরম অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চিত থাকা (Greater predictability over cost and time)

৩. সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে অর্থের মূল্যের প্রাধান্য প্রকাশ করা (Focus on value for money over lifetime of asset)

৪. সরকারের জন্য শক্তিশালী লেনদেন স্থিতি থাকা (Potential to be off-balance sheet for Government)

৫. সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ বেসরকারি অংশিদার নিজের স্বার্থেই সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করে থাকবে।

(খ) অসুবিধা (Disadvantages)

১. প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য উচ্চ ব্যয় লেনদেন করতে হয় (High initial transaction cost for projects) যা উন্নয়নশীল দেশের উভয় পক্ষের জন্য কঠিন বিষয়।

২. প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য মেয়াদিভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষে বিষয়টি রাজি করানো কঠিন কাজ।

৩. সীমিত নমনীয়তা (Limited flexibility)।

৪. ব্যবসা ও চুক্তির বিষয়ে সরকারি খাত উদাসীন থাকে (Public sector indifferent to businesses and contracts)।

৫. সরকারি কর্মকর্তা যারা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাদের দৌরাত্মের কারণে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসতে চায় না।

৯. বাংলাদেশে পিপিপি কার্যক্রম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা

বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রথম ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি উদ্যোগে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের নিমিত্ত অর্থায়নের জন্য ১৯৯৭ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে Infrastracture Development Company Ltd (IDCOL) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই সাথে এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে ২০০৪ সালে Public Private Partnership (PPP)-এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines-(PSIG) জারি করা হয়, যা বাংলাদেশে PPP পদ্ধতির বিদ্যমান ভিত্তি।

বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে পিপিপি'র কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখেই বাংলাদেশে পিপিপি'র উন্নয়নকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **পিপিপি'র প্রথম পর্যায়** (First Generation PPPs) : Started with Independent Power Producers (IPPs) after Government approved, in 1996, the Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh.

২. **পিপিপি'র দ্বিতীয় পর্যায়** (Second Generation PPPs) : PPP in multiple sectors was carried out after the Government approved the Bangladesh Private Sector Infrasturcture Guidelines (PSIG) in 2004

৩. **পিপিপি'র তৃতীয় পর্যায়** (Third Generation PPPs) : The Government approved the PPP Budget in 2009. The third generation PPP policy framework and guidelines were approved by Government in June 2010

প্রথম পর্যায়ের পিপিপি শুরু হয়েছে স্বাধীন বিদ্যুত প্রকল্পের আইপিপির (IPP-Independent Power Producers) মাধ্যমে যা সরকার ১৯৯৬ সালে বেসরকারি খাতে বিদ্যুত উৎপাদন নীতি দ্বারা অনুমোদন করে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ বেসরকারি খাত নির্দেশনার অনুমোদনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের পিপিপি বাস্তবায়ন হয়েছিল। ২০০৯ সালে সরকারের পিপিপি বাজেট অনুমোদনের পর পরবর্তী পর্যায়কে তৃতীয় পর্যায়ের পিপিপি বলা যেতে পারে। পিপিপির নীতিগত কাঠামো ও নির্দেশনা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর তৃতীয় পর্যায়ের পিপিপি'র আরও উন্নয়ন সাধিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের পিপিপি'র নীতিগত কাঠামো ও নির্দেশনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় জুন ২০১০।

১. ২০০৪ সালে (Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines-PSIG) জারিকরণের মধ্য দিয়ে পিপিপি'র কার্যপদ্ধতি শুরু হয়।

২. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য পিপিপি ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নধর্মী প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ৫ বছর মেয়াদি Investment Promotion and Financing Facility (IPFF) শীর্ষক প্রকল্পে ৪১৮.৪ কোটি টাকার তহবিল সৃজন করা হয়। অতঃপর ২০০৮ সালে বিদ্যুৎখাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ২১১

৩. বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্পে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ হাজার মেগাওয়াটে, ২০১৩ সালে ৭ হাজার মেগাওয়াটে এবং ২০২১ সালে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৪. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো খাতকে আধুনিক, গতিশীল, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার অভিপ্রায়ে পদ্মা ও কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ, টানেল নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪-লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণ, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, উড়ন্ত সেতু নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ রেল নির্মাণ, আকাশ রেল অথবা সার্কুলার রেলপথ এবং প্রশস্ত নৌপথ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করার প্রত্যয় রয়েছে।

৫. বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০১৩ সালে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মধ্যবর্তী বছরসমূহেও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়।

৬. উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে বিনিয়োগ করা অপরিহার্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিনিয়োগ চাহিদার একটি প্রাথমিক প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সারণি ১: এ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. বেসরকারি খাতের উন্নয়নে জারিকৃত PSIG নির্দেশিকায় বিভিন্ন উপখাতে বেসরকারি অবকাঠামোগত প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিসমূহের বিবরণ রয়েছে। উপখাতগুলোর মধ্যে টেলিযোগাযোগ, শক্তি উৎপাদন, পরিচালন, বিতরণ ও সেবাসমূহ, বন্দর উন্নয়ন, হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ব্রীজ, টানেল ও ফ্লাইওভার নির্মাণ, তেল, গ্যাস আবিষ্কার, উৎপাদন, বিতরণ, বিমান বন্দর ও টার্মিনাল উন্নয়ন, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

সারণি ১: প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও ঘাটতির পরিমাণ (আশাবাদী অবস্থার ভিত্তিতে)

বছর	1009-10	2010-11	2011-12	2012-13
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	6.0	6.8	7.5	8.0
প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	24.59	30.63	37.18	43.82
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	24.0	27.2	29.25	30.40
এমটিএমএফ এর বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	23.55	27.10	31.36	35.54
বিনিয়োগ ঘাটতির পরিমাণ (বিলিয়ন ইইএস ডলার)	1.04	3.53	5.82	8.27

সূত্র : অর্থ বিভাগের নিজস্ব প্রাথমিক প্রাক্কলন; অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০১০, ২০১১।

৮. প্রাথমিক প্রাক্কলন হিসাব অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগ ঘাটতি ১.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ পরিমাণ বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার বিষয়টি সরকার বিবেচনায় রেখেছেন। ২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে পিপিপি'র কার্যক্রম বাজেটে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন খাতে ব্যাপকভাবে

চালিয়ে যাওয়ার সম্মুখ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৩০০০ কোটি টাকার বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্যে ১৬০০ কোটি টাকা Bangladesh Infrastructure Finance Fund (BIFF) কে ছাড় দেয়া হয়।

২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেটের মাধ্যমে বর্তমান সরকার খুব শক্তভাবে এই কার্যক্রমটি হাতে নিয়েছেন। তুলনামূলকভাবে পিপিপি খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং পিপিপি'র প্রতি সরকারের আগ্রহ আশাব্যঞ্জক। তবে গত তিনটি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত পিপিপি খাতের অর্থ ব্যয় হয়নি।

৯. বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতরকরণ এবং সরকারি খাতের কোনো সীমাবদ্ধতা থাকলে তা অপসারণ এবং পরিবীক্ষণ দ্বারা মন্ত্রণালয়সমূহকে ফলপ্রসূ প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের মুখ্য সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি বেসরকারি অবকাঠামো কমিটি-পাইকম (Private Infrastructure Committee or PICOM) গঠন করা হয়। পাইকম গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে সর্বমোট ১৯টি প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১০. বাংলাদেশে বাস্তবায়িত পিপিপি প্রকল্পসমূহ

বিগত ১২ বছর বাংলাদেশ পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৯৬ সালে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি অনুমোদনের পর, প্রচুর আইপিপি (IPP-Independent Power Producers) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট এবং মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুত কেন্দ্র এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রতি কিলোওয়াট ২.৭ সেন্ট খরচে উৎপাদনক্ষম এই বিদ্যুত কেন্দ্র দুটি পৃথিবীর সবচেয়ে স্বল্প ব্যয় বিদ্যুত কেন্দ্র, যা সরকারি অন্যান্য খাতের খরচের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী। বাংলাদেশে আইপিপি (IPP)'র অনেকগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। এই মুহূর্তে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের প্রকল্পের কাজ ২০টির মত শেষ হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিদ্যুতের এক তৃতীয়াংশ আইপিপি হতে সরবরাহ হচ্ছে।

পিপিপি নীতি ২০১০ পুরোপুরি অনুসরণ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পিপিপি অফিস কর্তৃক ৮ পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিত করে পাইলট আকারে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মোটামুটি মাঝারী ও ক্ষুদ্র আকারের এ ৮টি পাইলট প্রকল্প ৫টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন হবে এবং এগুলোতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাথমিক হিসাবে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা হবে।

বিশ্বমানের মোবাইল কোম্পানীগুলো–যেমন গ্রামীনফোন, বাংলালিংক, রবি, সিটিসেল এবং এয়ারটেল টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছে যার পরিমাণ প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঢাকা কক্সবাজার ফাইবার অপটিক কেবল নির্মাণের জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী তার বিদ্যুৎ সঞ্চারণ সংযোগ ইজারা দিয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েও একইভাবে অপটিক ফাইবার রেলওয়ে লাইনের সাথে পিপিপি'র মাধ্যমে ইজারা দিয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও গ্রামীণ ফোনের মধ্যকার পিপিপি দেশের টেলিযোগাযোগ সেবাকে সম্প্রসারিত করেছে। এছাড়া স্থল বন্দর খাতে ছয়টি স্থলবন্দর পিপিপিতে নির্মিত হয়েছে। এগুলো হলো–সোনা মসজিদ, বাংলাবান্ধা, হিলি, বিরল, বিবিরবাজার এবং টেকনাফ যা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রকল্পগুলো পৃথিবীর প্রথম বিওটি (BOT)

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ২১৩

ল্যান্ডপোর্ট হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে বিশ্বমানের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

বর্তমানে যোগাযোগ খাতে বেশ কয়েকটি টোল সড়ক প্রকল্পের কাজ চলছে–যার মধ্যে পিপিপিতে সমাপ্ত ঢাকা উড়াল সড়ক উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ভবিষ্যতে আরও কিছু প্রকল্প পিপিপিতে বাস্তবায়ন করার বিবেচনায় রয়েছে।

সম্প্রতি সরকার পিপিপিতে অর্থনৈতিক এলাকা উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করছে। এর মধ্যে কুমিল্লা ইপিজেড, মেঘনা অর্থনৈতিক এলাকা, নরসিংদী অর্থনৈতিক এলাকা এবং হাইটেক পার্ক পিপিপিতে নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে।

১১. উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে পিপিপি প্রয়োগে বাস্তবতা

অধুনা ভারতে যে ব্যাপ্তিতে পিপিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে বাংলাদেশে সে ব্যাপ্তিতে বিবিধ অসুবিধার প্রেক্ষিতে প্রকল্প নেয়া ও বাস্তবায়ন কঠিন হচ্ছে। তারপরও এগোতে হবে। বাংলাদেশে প্রধানত বিদ্যুৎ, পানি, শিল্প খাতসমূহ, যোগাযোগ ও যাতায়াত, বন্দর, ট্রাফিক ব্যবস্থা ইত্যাদি পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও কাজগুলো বাস্তবায়ন করলে উন্নয়ন এগিয়ে যাবে। জাপানীরা মনে করে বাংলাদেশে বৃহৎ আয়তাকারে পিপিপি প্রজেক্ট গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সময় সাপেক্ষ ও কঠিন। স্ট্র্যাটিজিগত কিছু অর্থবহ কারণ আছে এবং কারণসমূহ সময়ের প্রেক্ষিতে পরীক্ষিত হয়। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে কাজ ও সময়ের দিক থেকে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান সরকার PPP'এর বাজেট দিয়ে একটি ভাল কাজ করেছেন, এর দ্বারা সরকারের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। তারপরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সে বাজেটে পিপিপি কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা জানি যে, অতীতে পিপিপি'র বাজেটের টাকা ফেরৎ গিয়েছে। যার কারণে আমরা PPP কে আকৃষ্ট করতে পারিনি অথবা বাস্তবায়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। বাজেট দিয়ে শুরুতে আমাদের ব্যর্থতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগের অভাব আছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১. বাংলাদেশে পিপিপি'র সম্ভাবনা প্রচুর। তবে যেভাবে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে এখনও পর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি বেশ কিছু প্রকল্প, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাত, পিপিপি'র আওতায় গৃহীত হয়েছে। এসব প্রক্রিয়া আগামী বছরগুলোতে আরও জোরদার হতে হবে এবং পিপিপি'র আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথেষ্ট সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। পিপিপি'র নীতিমালার আওতায় ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে পিপিপি সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপানোর সামিল।

২. পিপিপি'র কয়েকটি সভায় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব বলেছেন, পিপিপি বাস্তবায়নে সনাতনী প্রশাসন ব্যবস্থা থাকার কারণে বিষয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া ও বাস্তবায়ন করা অসুবিধা হচ্ছে। সেজন্য অনেক দক্ষ, অধিক জনবল ও আধুনিক অফিস থাকা দরকার যেটা থেকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া যায়। সরকারকে এমন পলিসি নিতে হবে, যাতে করে বেসরকারি খাত এসে নিবিড় এবং জরুরিভাবে কাজ করতে পারে। সেই আস্থা ও পরিবেশ আমাদের

দেশে এখনও গড়ে উঠেনি। এক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ থাকতে হবে তবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, সেটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং বর্তমান সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করছেন, তবে উৎফুল্ল হওয়ার কিছুই নেই। সেজন্য পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প হাতে নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প নগরী, পার্ক ও প্লটের অভাবের কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ফিরে যাচ্ছে। আমরা সবাই জানি, বৃহৎ বিনিয়োগকারীর একটি জাপানী গ্রুপ বাংলাদেশে টেক্সটাইল স্থানান্তর করতে চাইছে, কিন্তু তারা করতে পারছে না। তাদের জমি দরকার প্রায় ১০০ বিঘা, প্রাইভেটভাবে জমি পাচ্ছে না, পেলেও ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ছে। আমাদের দেশে দরকার শিল্প অঞ্চল ঠিক করা, যেমন ভারতের গুজরাটে এই মুহূর্তে ৬০টি Industrial Park নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য তা করে যাচ্ছে। গত জুন ২০১০ পর্যন্ত ভারতে Transport sector এ 102 টি প্রকল্প PPP এর অধীনে রয়েছে। চীনের রাজ্যগুলো আলাদা করে শিল্পাঞ্চল প্রস্তুত করে সুবিধা দিচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের প্লট বরাদ্দ দেয়ার সাথে সাথে শিল্প উৎপাদনে তাৎক্ষণিক উৎপাদন এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। গভর্নর নিজেই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের সুবিধার কথা জানিয়ে বা নেট-এ প্রচার করে আহ্বান জানাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলগুলো বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য আলাদা করে প্রতিযোগিতা করছে। সরকারকে এসব নিশ্চিত করতে হবে, একইভাবে শিল্পাঞ্চলগুলোর মার্কেটিং করারও দরকার আছে। বাংলাদেশ সরকারকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে হবে, নীতি প্রণয়ন করে বসে থাকলে চলবে না, এর জন্য মানসিক চিন্তা ভাবনার ধনাত্মক পরিবর্তন আনতে হবে।

৪. সরকারি বিভিন্ন অফিসের লোকদের নীতি নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিনিয়োগকারীদের দেখাতে হবে, বুঝাতে হবে। বিনিয়োগকারীরা ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইটে বিনিয়োগের সুবিধাসমূহ পেয়ে গেলে দ্রুত আকৃষ্ট হবে। বাস্তবতায় সেসব সুবিধা থাকলে বিনিয়োগকারীরা দ্রুত আকৃষ্ট হবে। এজন্য সরকারের চিন্তা ভাবনার দ্রুত পরিবর্তন আনতে হবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. **চীনের প্যারাডাইস সীপ :** আজকের চীনের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল সানজিনা চেন নামক স্থানে। সানজিনায় একটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক (special economy) জোন গ্রহণ করা হয়ে ছিল। এর পরামর্শ দিয়েছিল জাপান। একই পরামর্শ দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশকেও। বাংলাদেশ অনেক পেছনে পড়েছে। তখন সানজিনার রাস্তাঘাট খুব একটা উন্নত ছিল না। হংকং থেকে সানজিনা পর্যন্ত একটি রাস্তা চীনা বেসরকারি কোম্পানী করে দিয়েছিল, এটা দেখে চীনা সরকার প্রতিটি রাজ্যে একটি করে economy zone করে দিতে সম্মত হয়। ইহাই হচ্ছে প্যারাডাইস সীপ, That was the lunanching of China.

৬. বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় এরূপ অর্থনৈতিক জোন করা গেলে একদিকে শিল্পসহ অন্যান্য উন্নয়ন, একই সাথে রাস্তাঘাট, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, জননিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, বেকার সমস্যা কমবে এবং জননিরাপত্তা বাড়বে। এজন্য সরকার পিপিপি'র প্রকল্পসমূহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিস্থাপন করলে তারা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাবে।

৭. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদে উন্নয়নে এগিয়ে গেছে, বাংলাদেশ এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে। অর্থনীতির উন্নয়ন ধারা কারোর জন্য থেমে থাকে না। গতিশীল স্রোতের পানির মত। সে আপনা আপনিই জায়গা করে নেয়। অর্থনীতি নদীর পানির মত এগিয়ে যায়।

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ২১৫

ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বুঝে না। বিশ্বের যে দেশ পারে উন্নয়ন করছে, রপ্তানি করছে, বাজার দখল করছে, উন্নয়নে যারা গতিশীল তারা নিজ গতিতে উৎপাদন ও উন্নয়নে জায়গা করে নিচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশায়নে উন্নয়ন করে যাচ্ছে। এরূপ প্রকল্পের খাত-উপখাতে বিভক্ত হয়ে পিপিপি'র অধীনে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি খাত-উপখাতে সুফল পাচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে, বিনিয়োগ বাড়ছে, উৎপাদন, আয়, জনভোগ, জননিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতা করে শিল্প উৎপাদনী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রসপেক্ট প্রচার করে উদ্যোগী শিল্প জোনে আনার জন্য উৎসাহিত করছে। কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের দেশের মানুষের এবং সরকারের মাইন্ড সেটের পরিবর্তন এনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে শিল্প উৎপাদনের জোন সৃষ্টি করে পিপিপি'র প্রজেক্ট নিলে অনেক ফলপ্রসু উন্নয়ন করা সম্ভব।

৯. সরকার ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে মাইন্ড সেটের পরিবর্তনের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কার্যক্রম থাকতে হবে। রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা করা সম্ভব। কারণ আমাদের আছে সস্তা জনবল এবং বিশ্বের কোথাও এমন দক্ষ, কর্মঠ, কর্মনিপুন জনশক্তি নেই। আমাদের এই জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পিপিপি কে দ্রুত বাস্তবায়ন করে গড়ে তোলা সম্ভব। সমাধানের পথ হচ্ছে সরকার এগিয়ে আসবে, আহ্বান জানাবে, প্রস্তাব দিবে, অসংখ্য বিনিয়োগকারী তাদের নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশে ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেনের রাস্তা হচ্ছে; এক্ষেত্রে দরকার ছিল হাইওয়েসহ এক্সপ্রেস রোড, আমরা অনেক পেছনে আছি।

১০. চীনের আজকে উত্থানের কারণ মাও সেতুং শ্রেণি বিভাজন ধ্বংস করে দিয়েছিল, ফলে মানুষ শ্রেণি-ধর্ম ভেদে উন্নয়নের কাজে লেগেছে। সেখানে আফিম খাওয়া মানুষগুলো উন্নয়নের এক মহা উত্থান দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন হলেও আমরা উন্নয়নের কাজ করতে পারিনি। সরকারি আমলা দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করা হয়। যা কোনো দিনই সম্ভব নয়। পিপিপি'র কয়েকটি সভায় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব স্বীকার করেছেন যে, সচিবদের সনাতনী ভাবনা পিপিপি বাস্তবায়নে অসুবিধা হচ্ছে।

১১. জাপান দেখাতে পেরেছে শিক্ষা, শাসন, নীতিমালা। মাও সেতুং বলেছিলে, "পলিসি হতে হবে সচেতনভাবে, স্বচ্ছভাবে কাজ করতে হবে। পলিসি হতে হবে স্বচ্ছ, জনগণের উপকারের জন্য, জনগণের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে।" পিপিপি'র অধীনে এরূপ পলিসি গ্রহণ না করলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে দেশ ও দেশের জনগণ।

১২. পিপিপি'র আওতায় পোস্ট অফিসও হতে পারে। বাংলাদেশের পোস্ট অফিসগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে মরে যাচ্ছে। জাপানের পোস্ট অফিস কত আধুনিক, দেখলে মনে হবে পাঁচ তারা হোটেলের মত। হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে, শ্রম নিয়োগ হচ্ছে। বাংলাদেশে তা করা যায়। এর নমুনাস্বরূপ কয়েকটি কুরিয়ার সার্ভিস কাজ শুরু করেছে। তাদের দিকে তাকালে দেখা যায় কত হাজার হাজার লোক কাজ করছে।

১৩. জনগণের সম্পৃক্ততার একটি প্রকল্প হাতে নিলে তার অনেক সুফল পাওয়া যাবে। চীন ও ভিয়েতনাম সবচেয়ে বেশি এফডিআই পাচ্ছে, এ বিষয়ে পশ্চিমারা অনেক সমালোচনা

করছেন। কিন্তু এর অগ্রগতির কারণ হচ্ছে, সরকার, পলিসি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার উপর সুষ্ঠু ও সঠিক চিন্তাভাবনা কাজে লাগাচ্ছে। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনোরূপ ফাঁকজোক নেই। কথা ও কাজের মিল রেখে পিপিপি'র অধীনে সেবামূলক প্রজেক্টসহ অন্যান্য প্রজেক্ট গ্রহণ করলে আমাদের দেশে অবশ্যই ভাল কিছু করা সম্ভব।

১৪. আজকের চীন, জাপান যে ভাবে এগোচ্ছে, বাংলাদেশ এদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে। আমাদের দেশে অঞ্চল ভেদে পিপিপি প্রয়োগ করলে প্যারাডাইজ এ স্থানান্তর করা সম্ভব, উন্নয়নের মুখোশ খুলে যাবে। এসব দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে প্রথমে সরকার এবং পরে বিনিয়োগকারী। সরকারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করলে বা সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করলে আমাদের দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এখনও সময় আছে, সরকারের কাছে অনুরোধ থাকতে পারে, আপনারা দেশজুড়ে শিল্প জোন স্থাপন ও পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ করে উন্নয়নে এগিয়ে আসুন। পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ করে দেশের মানুষকে কর্মমূখী, উৎপাদনমূখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারেন। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশকে বাঁচাতে পারেন। কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অসংখ্য রকমের সুযোগ কাজে লাগানো যায়। সোনার বাংলার দেশকে সোনার মত করে গড়ে তোলা যায়।

১৫. পিপিপি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদেশের সরকার যা করছে তা যথার্থ নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে গতিশীল পদক্ষেপ নেয়া দরকার। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ডেলিভারি জানতে হবে। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে হবে। সরকারের সচিবরা তা কতে পারবে না, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে সাহসীকতার সাথে জোরে সোরে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তবেই পিপিপি'র সঠিকভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১৬. জাতীয়করণের দিকে তাকালে চলবে না। একটি সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য জাতীয়করণ দিয়ে উন্নয়ন করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তবে তা হবে খুব স্বল্প মেয়াদি পদক্ষেপ। সরকার বিজাতীয়করণ ও পিপিপি এর দিকে তাকিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন উদ্যোগী গোষ্ঠী পিপিপি'র অধীনে জোরে সোরে এক্ততা প্রকাশ করে কাজ করতে চায়। এক্ষেত্রে সরকারের আগ্রহের বিষয়টি অগ্রজ হতে হবে। সরকারকে প্রথমে দিক নির্দেশনা, অর্থ বরাদ্দ সহ প্রকল্প বাছাইপূর্বক এগিয়ে আসতে হবে। অধুনা সরকারের এ বিষয়ে ভাবভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গত তিনটি বাজেটে বরাদ্দের বিষয়টির দিকে তাকালে বুঝা যায় সরকার অর্থসহ অগ্রগামী। তবে সরকারের হাতে সঠিক পলিসি নেই। একই সাথে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও সাহস নেই। অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি রাজনৈতিক সাহস, অঙ্গিকার নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের অভয় সাহস ও উৎসাহ দিয়ে বার বার সভা করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার তার রাজনৈতিক ও উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান করে যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৭. সরকার নাগরিক সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সার্ভিস সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সব সেবা খাতকে জনগণের জন্য নিশ্চিত করা যেতে পারে। এজন্য ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, ই-লার্নিং, ই-গভর্নেন্স, ই-ম্যানেজমেন্ট গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য। এসব করতে

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার : রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা : সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ২১৭

হলে সরকারের একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সহায়তা একান্ত জরুরি। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি খাতের চেয়ে বেসরকারি খাত অনেক দূর এগিয়ে আছে। কাজেই পিপিপি'র মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। পিপিপি'র দ্বারা জনগণের প্রতিটি সেবাখাতে সেবা দেয়া সম্ভব হবে। একই সাথে শিল্প উৎপাদন, বিনিয়োগ, আয়, ভোগ বাড়বে, দেশীয় উন্নয়ন খাতের অগ্রগতি হবে। বিদেশীরা বাংলাদেশের উপর পণ্য সেবা, আমদানী সেবা, নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর আস্থা ফিরে পাবে। দেশে বিদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, দেশে আয় ও নিয়োগ বাড়বে।

১৮. দ্রুত দেশে টেকসই উন্নয়ন এর জন্য পিপিপি'র অগ্রগতির বিকল্প নেই। এর আওতায় দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন দূর করা সম্ভব। সরকার পিপিপি খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেও সরকারের স্বচ্ছ ও সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে এবং দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

শেষান্তে, পিপিপি'র আওতায় দেশের সোনা মসজিদ, বাংলাবন্দর, হিলি, বিবিবাজার, টেকনাফ স্থল বন্দরের উন্নয়ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে বিশ্বমানের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, বিশ্বরোড-এয়ারপোর্ট রোড উড়াল সেতু সহ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ সফল ভাবে এগিয়ে চলছে। এসব অগ্রগতির দৃষ্টান্ত অনুসরণে ভবিষ্যতে আরও পিপিপি'র অধীনে পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হতে পারে। এসব খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশিদারিত্বের প্রয়োজন রয়েছে এবং সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা বর্তমান সময়ের দাবী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছে। চীন, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমাদের পার্শ্বের রাষ্ট্র ভারত পিপিপি'র অধীনে কাজ করে সফল হয়েছে। আমাদের পিপিপি'র অধীনে দৃঢ় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে, সরকার তার বাজেট বরাদ্দ দিয়ে প্রমাণ করছে সরকারের উদ্যোগ রয়েছে। আমাদের দেশে ২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরের পিপিপি'র জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের অর্থ ব্যবহার হয়নি। এক্ষেত্রে প্রকল্পের অধীনে কর্মরত সরকারি উচ্চ পর্যায়ের আমলাসহ কর্মকর্তা ব্যক্তিদের ব্যর্থতা থাকায় আজকে সরকারের ব্যর্থতার কথা উঠছে।

শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলিপ বড়ুয়া বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম-২০১১য় তার বক্তৃতায় বলেন, শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য, জনগণের জীবনমানের কাংক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পিপিপি'র বিষয়ে কাজ করছে। সরকার নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য সার্ভিস সেক্টরের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। তার মতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিপিপি'র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিপিপি'র মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। পিপিপি প্রকল্প সফল হলে দেশের সব ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে এবং দেশের সব জনগণ এ থেকে সেবা-সুবিধা পাবে। এর দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও আস্থা তৈরি হবে, বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে। বাংলাদেশে বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ সরকারের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক আগ থেকেই প্রয়োগ হয়ে আসছে। বর্তমানে

পিপিপি'র অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সফলতা বাড়লে এফ ডি আই বাড়বে। এর সব সুবিধা জনগণ পাবে। দেশের উন্নয়ন ও জনমানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হবে। দীর্ঘমেয়াদে দেশের কর্মসংস্থান, দরিদ্রতা হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে। পিপিপি'র বাস্তবায়নে দেশের মধ্যে দুর্নীতি কমবে, অদক্ষতা দূরীভূত হয়ে দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্য বাড়বে, টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। ২০২১ সালে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সরকার এই সময়ের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তার কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গ টেনে প্রফেসর আশরাফ আলী এমপি উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা বিভাগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি। শিক্ষিত ও উন্নত মানব শক্তি কতটুকু সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২/৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেক্ষেত্রে অনেকটা সফল হয়েছে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেলক্ষ্যে কাজ করতে পারেনি। কারিগরি জনশক্তি উন্নয়নে সরকারের বরাদ্দ অনেক হলেও বাস্তবতায় রিটার্ন জনশক্তির বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ নিবিড় না হলে সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এককভাবে সফল হবে না। ইতিমধ্যে এ বিষয়টি পরীক্ষিত হয়েছে। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরিবহন, যোগাযোগ, ফ্লাইওভার, সেতু, সার উৎপাদন, বস্ত্র শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে লাভজনক বিধায় সব ক্ষেত্রে নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হবে যাতে সবাই লাভবান হবে।

১২. পিপিপি প্রকল্প দ্রুত উন্নয়নে বাধাসমূহ

মূলত দুটি কারণে পিপিপি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ১. ধীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ২. পরামর্শকের দক্ষতার অভাব। পিপিপি প্রকল্প উন্নয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন স্তরে ধীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ টিএ তহবিলের অপ্রতুলতা, পিপিপিতে ক্রয় প্রক্রিয়ার জানার অভাব বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করছে। বিনিয়োগকারীর দেশ বিক্রয়ের ভয়, প্রকল্প শুরুর সিদ্ধান্তহীনতা এবং অন্যান্য কারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করছে। অপরদিকে পরামর্শকের দক্ষতার অভাব প্রধানত দুটি কারণে হয়ে থাকে। একটি হলো সরকারি প্রকল্পের কাজে পরামর্শকের দক্ষতার অসামঞ্জস্যতা এবং বৈদেশিক পরামর্শকদের উন্নত দেশ এর বাইরে কাজ করার অক্ষমতা। দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে লক্ষ্যের মাধ্যমে এবং প্রধান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং এই বাঁধা হতে পরিত্রাণের জন্য অভিজ্ঞ পরামর্শকের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

১৩. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পিপিপি প্রয়োগে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সুপারিশসমূহ

১. শিল্প খাতের উন্নয়ন, শহর উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিপি প্রকল্প মেয়াদি ভিত্তিক (নবায়নযোগ্য) প্রয়োগ করলে খুব ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। বিশ্বের সব উন্নত দেশ, আমেরিকা, ইউরোপ সমগ্র আরব রাজ্য ও এশিয়ার অনেক দেশ এসব ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব প্রকল্প গ্রহণ করে সুফল পেয়েছে। প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সব রকমের দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। সুষ্ঠু ও সঠিক তদারকি ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার

কারণে দেশের সব নাগরিকের সেবা উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

২. সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের উদ্যোগ ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করার জন্য সরকারের মানসিক চিন্তা ভাবনাসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। একই সাথে বেসরকারি খাতের দিক থেকেও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। পিপিপি'র অংশায়নে সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কার্যকারিতার লাল ফিতার দৌরাত্ম হ্রাস পাবে। জনগণ দ্রুত সরকারের প্রতিশ্রুত সেবা পাবে। সরকারের সেবা দানে ও উন্নয়নে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন দ্রুতগতিতে কার্যকরি হবে।

৩. শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এগিয়ে আসলে সকল খাতে একযুগে উন্নয়ন করা সম্ভব। শিল্প খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ যেমন, রসায়ন ও ঔষধ শিল্প, কম্পিউটার শিল্প, সার শিল্প, গ্যাস শিল্প, পাট শিল্প, তুলা ও সুতা শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চামড়া শিল্প, তাঁত শিল্প, সেমিনারী শিল্প, গাড়ী শিল্প, স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্য শিল্প, শিক্ষাখাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিপিপি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন দ্রুত সম্ভব। এই কারণে যে সরকারের সাথে বেসরকারি অংশায়ন সর্বদাই লাভবান হওয়ার চেষ্টা করবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব ক্ষেত্রে পিপিপি প্রয়োগ করে সফল হয়েছে।

৪. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে পিপিপি প্রয়োগ করলে সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এসব দ্বারা যে জিনিসটি অর্জিত হবে, তা হচ্ছে জনসেবা বৃদ্ধি, জন নিরাপত্তা ও জন উন্নয়ন বৃদ্ধি। সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দ্রুত পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।

৫. একটি প্রচেষ্টা অন্যটি দ্বারা সফল বাস্তবায়নে সহজ হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ মাত্রাগত বৃদ্ধি পাবে। এর দ্বারা দেশের জনগণ উন্নয়নের মুখ দেখবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. পিপিপি'র প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বুঝতে হবে জাতি টেকসই উন্নয়নে এগোচ্ছে। এ জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি জোরদার ও আন্তরিক হতে হবে। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অংশিদারিত্ব প্রচেষ্টা সফল করতে আইনগতভাবে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। "বেড়ায় খেত খাওয়ার অবস্থা" যাতে না হয় সেদিকে সরকারকেই খেয়াল রাখতে হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশায়নে প্রকল্পের কাজ সফল হয়েছে কি না বা কারা ভালভাবে সফল করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে নতুন করে অংশায়নে সম্পৃক্ত করতে হবে বা নবায়নযোগ্য করতে হবে। জনজীবনের নিরাপত্তাসহ সমগ্র জনসেবার কাজে পিপিপি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা যায়। সামগ্রিকভাবে জনসেবা ও জন উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। এ সুফল রাজনৈতিক সরকার এবং দেশের জনগণ সমানভাবে ভোগ করবে। পিপিপি থেকে এই প্রত্যাশা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তা সফল বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছে। মনে রাখতে হবে যে, পিপিপি'র অধীনে প্রকল্পের মধ্যে একটি বা দুটি প্রকল্প গ্রহণ করলে তার সুফল বড় করে বুঝা যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট

কয়েকটি প্রকল্প একসঙ্গে প্রয়োগ করলে তার সফল বাস্তবায়ন যেমন সম্ভব, তা থেকে সুবিধা পাওয়ার বিষয়টিও জনসেবা ও জন নিরাপত্তার মাধ্যমে বুঝা যাবে।

৭. আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ খুব শক্ত করে ঠিক করতে হবে, তা হচ্ছে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পলিসি অপরিবর্তনীয় রাখতে হবে। উন্নত বিশ্বের কোথাও এমন নজির নেই যে, সরকার পরিবর্তনের ফলে পলিসির পরিবর্তন হয়। কোনো কারণে এর ব্যতয় ঘটলে ফলাফল পুরোটাই ব্যর্থ হবে, অংশায়নে উভয় বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও বিনিয়োগকারীর পুঁজি নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই ফলাফলের ব্যর্থতা দাঁড়াবে জাতীয় সম্পদের অপচয়। জনগণের উপর এর বিরূপ ও ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। পরবর্তীতে ইহার প্রভাবের ফলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিনিয়োগকারী এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে অনীহা প্রকাশ করবে। ফলে সরকারের একার পক্ষে পিপিপি'র মত বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

৮. নিরিবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের অভাবে অনেক পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। সে লক্ষ্যে প্রথমেই পিপিপি'র মডেলে পাওয়ার প্লান্ট করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। পিপিপি'র আওতায় আনার পর সফল হলে তখন অন্যান্য খাতে পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণ করলে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৯. বাংলাদেশে পিপিপি'র অধীনে কাজ হচ্ছে। দেশের আবাসন প্রকল্প ও সরকারি দপ্তর, বাণিজ্যিক বিল্ডিং, সরকারি, বেসরকারি আবাসিক এলাকা ও এসব এলাকায় বৃহদায়তাকার ইমারত তৈরিকরণ এসবই পিপিপি'র আওতায় পূর্ব থেকেই হয়ে আসছে।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নে পিপিপি'র প্রকল্প গ্রহণে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। অতি জনসংখ্যার দেশে পিপিপি এমনভাবে প্রয়োগ করা দরকার যাতে প্রতি লোকের Skill development হয় এবং তা করতে হবে, কারণ skilled manpower বিদেশে রপ্তানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

১১. পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী, কয়লা, গ্যাস, স্থল বন্দর, নদী ও সমুদ্র বন্দর, পরিবহন ও যোগাযোগ, পোস্ট অফিস ইত্যাদি পিপিপি'র আওতায় আনলে জনকল্যাণ বাড়বে। এসব ক্ষেত্রে একযোগে পিপিপি'র প্রকল্প চালু করা সম্ভব হলে রাজনৈতিক সরকারের সুনাম ও স্থায়িত্ব বাড়বে। মনে রাখতে হবে যেন সরকারের কোনো বিশেষ গোষ্ঠি বা পক্ষ এসবের সুফল বয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতে পারে।

১২. পিপিপি'র অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করলে দেশের জনগণ দ্রুত ইহার সুফল পেতে থাকে। দেশের সর্বত্র সামাজিক নিরাপত্তাসহ জনকল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন বাংলাদেশে শিল্প রপ্তানি জোন-এর অধীনের সমগ্র এলাকার জনগণ এর সুবিধা পায়। একইভাবে বিভিন্ন এলাকায় এরূপ প্রকল্প গ্রহণ করলে সব জনগণ লাভবান হবে।

১৩. পিপিপি'র সুবিধা হচ্ছে, স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা ছোট প্রকল্প ও কম সময় দিয়ে কাজ শুরু করবে, পর্যায়ক্রমে বড় প্রকল্প নিবে এবং দীর্ঘসময় মেয়াদে কাজ করে বাস্তবায়ন করবে এবং লাভবান হবে। দেশের সর্বত্র এরূপ প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হলে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিসহ উন্নয়নের গতি বেড়ে যাবে।

উপসংহার

পিপিপি বাংলাদেশের অবকাঠামোর উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেটে বরাদ্দ এনে প্রতিশ্রুতির অবতারণা ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এটি একটি রূঢ় সত্য যে, পিপিপি কার্যক্রম বাংলাদেশে অনেক দেরিতে শুরু করেছে। আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত এ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ে পিপিপি প্রয়োগে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চালিকা শক্তি হিসেবে তৈরী করেছে সুনিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সম্পদের দ্রুত সঞ্চালন এবং উদ্যোক্তাদের সচেতনতা। বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতগুলোতে পিপিপি প্রকল্প উন্নয়ন পদক্ষেপ এখনি নেয়া প্রয়োজন যা আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নকে তরান্বিত করবে এবং দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধিশালী করতে সহায়তা করবে। একই সাথে বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়, নিয়োগ, রাজনীতি অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। জনগণ দেশের উন্নয়ন থেকে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা পাবে।

Notes :

BIFF—Bangladesh Infrastructure Finance Fund
BOOT—Build-Operate-Own-Transfer
BOO—Build-Own-Operate
BOT—Build-Operate-Transfer
BTO—Build-Transfer-Operate
BT—Build and Transfer
IDCOL—Inftastracture Development Company Ltd
IIFC—Infrastructure Investment Facilitation Center
IPP—Independent Power Producers
PICOM—Private Infrastructure Committee
PPP—Public Private Partnership
PSIG—Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines
ROM—Rehabilitate, Rehabilitate-Operate-Maintain
SOT—Supply-Operate-Transfer

Reference

১. Islam, Nazrul; Executive Director & CEO, Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC), ২৬ এপ্রিল, ২০১১।

২. হক, আবদুল; মূখ্য আলোচকের বক্তৃতা, বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম-২০১১।

৩. বড়ুয়া, দিলীপ; শিল্প মন্ত্রী, প্রধান অতিথির বক্তৃতা, বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফোরাম-২০১১।

৪. সিকদার, মো: জহিরুল ইসলাম; *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, দশম সংস্করণ*, ২০১০, কনফিডেন্স প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৫. *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২।